

তৃতীয় অধ্যায় সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

দশমিক, বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির
বৈশিষ্ট্যসমূহ বা প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহঃ-

১। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

- ১। এ পদ্ধতির বেস 10
- ২। এ পদ্ধতির মৌলিক অংক গুলো হচ্ছে -0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
- ৩। এ পদ্ধতিতে সাধারণত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা যায়।
- ৪। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ প্রসেসিং -এর কাজ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না।

২। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

- ১। এ পদ্ধতির বেস 2
- ২। এ পদ্ধতি হল সরলতম গণনা পদ্ধতি।
- ৩। এ পদ্ধতির মৌলিক অংক হচ্ছে 0, 1
- ৪। এ পদ্ধতির 0 এবং 1 কে সহজেই ইলেক্ট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা যায়।
- ৫। ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার শতকরা ৯৯ ভাগ।

৩। অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

- ১। এ পদ্ধতির বেস-4
- ২। এ পদ্ধতির মৌলিক অংক গুলো হচ্ছে -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
- ৩। কম্পিউটার উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হত।
- ৪। অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সাধারণত বাইনারি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৪। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

- ১। এ পদ্ধতির বেস-16
- ২। এ পদ্ধতির মৌলিক অংক গুলো হচ্ছে -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A,B,C,D,E,F
- ৩। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিকে সাধারণত বাইনারি সংখ্যা সংক্ষিপ্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- ৪। ছোট বড় অনেক কম্পিউটারে- এ গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।